নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' হলো তৃণমূলে নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন। তৃণমূলের নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ও নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার প্রত্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই নেটওয়ার্ক।

নেটওয়ার্কভুক্ত প্রত্যেক নারীকে চার বছর মেয়াদি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করা হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে তৃণমূলের নারীরা ইতিমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছেন, যে প্ল্যাটফর্ম হলো নারীদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

এই প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে সদস্যরা বর্তমানে নিজেদের চিন্তা-চেতনা, দাবি-দাওয়া ও অধিকারের কথা পৌঁছে দিচ্ছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরে, যা নারী জাগরণের বৈশ্বিক চেতনার সঙ্গে এক সুরে মিলিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নেটওয়ার্ক উদ্ভবের পটভূমি

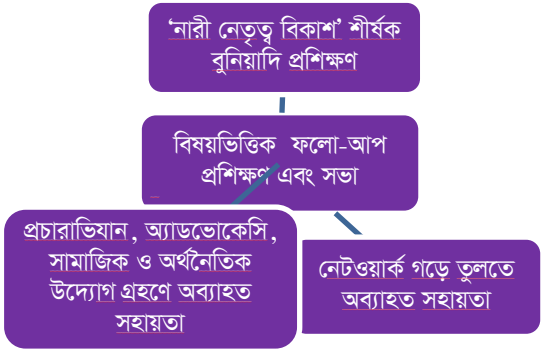

'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'– এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তিন দিনের একটি বুনিয়াদি কোর্স আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে সারাদেশে এই কার্যক্রম চলতে থাকে। ক্রমবর্ধমানহারে নারীরা যুক্ত হতে থাকেন এই কর্মসূচির সঙ্গে। বুনিয়াদি কোর্স পরবর্তী প্রতি মাসে দিনব্যাপী ফলো-আপ কর্মশালার মাধ্যমে নারীনেত্রীদের সক্রিয়তা, নেতৃত্বের দক্ষতা ও সামর্থ্য বিকাশের নিয়মিত ও ধারাবাহিক উদ্যোগ চলতে থাকে বছরব্যাপী। একইসঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নারীনেত্রীদের মধ্যে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর আন্তঃসম্পর্ক। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ০৬ এপ্রিল তারিখে এই নেত্রীরা প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর মূল লক্ষ্য হলো দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সূচিত নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে সারাদেশে বিস্তৃত ও অধিকতর ফলপ্রসূ করা।

উদ্দেশ্য

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে সারাদেশে বিস্তৃত ও অধিকতর ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা;
- তৃণমূলে নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন ও জোরদার করা;
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য অবসানের লড়াই বেগবান করা;
- নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়ানো এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালার ভিত্তিতে সারাদেশে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন ও কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা বাংলাদেশে সমতার সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আগামী দিনের নারী আন্দোলন সংগ্রামের এক নতুন দিক-নির্দেশনা।

সংগঠনের গঠন কাঠামো পাঁচস্তর বিশিষ্ট। কাঠামোটি নিম্নরূপ:

১. ইউনিয়ন কমিটি
২. উপজেলা কমিটি
৩. জেলা কমিটি
৪. জাতীয় কমিটি
৫. কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি।

সাংগঠনিক বিস্তার

বর্তমানে সারাদেশে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, ৬৫ জনের জাতীয় কমিটি রয়েছে। জাতীয় কমিটির নেতৃত্বে দেশব্যাপী ৫১টি জেলা কমিটি, ৬৮টি উপজেলা কমিটি এবং ১৯৯টি ইউনিয়ন কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সারা দেশে সর্বমোট ৩২০টি কমিটিতে ৫ হাজার ৮৬৬ জন নারী সদস্য রয়েছেন। এই বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী নারীগণ স্থানীয় পর্যায়ে 'নারীনেত্রী' হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। উল্লেখ্য, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মোট নারীনেত্রীর সংখ্যা ১০ হাজার ১৭২ জন।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক পরিচালনার মূলনীতি

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক পরিচালনার সাতটি মূলনীতি রয়েছে। এগুলো হলো:

১. সমতা

মানুষে-মানুষে ও নারী-পুরুষে 'সমতা' এই দর্শন ধারণ, লালন এবং সর্বক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটানো।

২. রূপান্তরকারী নেতৃত্ব

নেতৃত্ব হবে গতিশীল, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয়, যার উদ্দেশ্য হলো নারী তথা পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর ঘটানো। এর প্রতিটি কার্যক্রম গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ও স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্যোগে।

৩. স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা

নেটওয়ার্ক-এর তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার চর্চা করা। প্রত্যেক সদস্য পরিচালিত হবেন নিজস্ব তাগিদ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে।

৪. দায়িত্ব ও অঙ্গীকার

প্রত্যেক সদস্য হবেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং একটি সমতা ও ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গণমাধ্যম-সহ সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রত্যেক সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে প্রত্যেক সদস্য হবেন সংবেদনশীল, আত্মত্যাগী, সাহসী ও সমাজ রূপান্তরে দৃঢ় প্রত্যয়ী।

৫. আত্মনির্ভরশীলতা

প্রত্যেক সদস্য পরিচালিত হবেন আত্মনির্ভরশীল চেতনার ভিত্তিতে। প্রত্যেকে বিশ্বাসী হবেন যে, জীবন এবং উন্নয়নের নিয়ন্তা হওয়ার অধিকার, দায়িত্ব এবং ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। এই চেতনা ধারণ করে প্রত্যেক সদস্য নিজস্ব সৃজনশীলতা, দক্ষতা, সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৬. অন্তর্ভুক্তিতা

শ্রেণি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী এ নেটওয়ার্ক-এর সদস্য হতে পারবেন।

৭. নেটওয়ার্কিং

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়া কারো একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়, প্রয়োজন ব্যাপক গণজাগরণ। তাই সমমনা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে এই গণজাগরণ সৃষ্টিতে প্রত্যেক সদস্য

কার্যকর ভূমিকা রাখবেন। নেটওয়ার্কিং-এর পরিসর প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম

সারাদেশের নারীনেত্রীদের নিয়ে প্রতি তিন বছর পর পর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি সম্মেলনে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং প্রত্যাশার আলোকে ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ক একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সকল পর্যায়ের কমিটি জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রের আলোকে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও জাতীয় কমিটি প্রয়োজনে নেটওয়ার্কের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন কর্মসূচিও গ্রহণ করে। উল্লেখিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচিসহ স্থানীয় প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুযায়ী ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ বা কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটিগুলো সক্রিয় থাকে। উল্লেখ্য, সকল কার্যক্রম নিজস্ব পরিকল্পনা, নিজস্ব সম্পদ ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

নারীনেত্রীরা যেসকল ইস্যুতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন তা হলো:

- আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে সমবায় সমিতি পরিচালনা;
- বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও ইভটিজিং ও পারিবারিক নির্যাতনসহ নারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন নির্যাতন প্রতিরোধ করা;
- আইনগত সহায়তা প্রদান;
- শিশুদের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা;
- বিবাহনিবন্ধন নিশ্চিত করা;
- শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয়গামীকরণ;
- স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণ;
- নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ;
- প্রসূতি নারী ও গর্ভবতী মায়ের যত্ন, পুষ্টি ও টিকা নিশ্চিতকরণ;
- এইচআইভি- এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রচারাভিযান পরিচালনা;
- শিশুর পুষ্টি ও যত্ন নিশ্চিত করা;
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-সহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাজের উল্লেখযোগ্য মানুষকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করা;
- মহামারিকালে স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ ত্রাণসহায়তা প্রদান। যেমন, কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বন্যার্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান;

এছাড়া নারীনেত্রীরা আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন ও এগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে: সেলাই ও টেইলরিং প্রশিক্ষণ; বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; ব্লক-বুটিকস বিষয়ক প্রশিক্ষণ; মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; কারচুপি ও হাতের সেলাই প্রশিক্ষণ; হাঁস-মুরগি প্রতিপালন (পোল্ট্রি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ; কম্পিউটার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ; উন্নত

চুলা প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; ধাত্রী প্রশিক্ষণ; মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; জৈব সার (Vermin Compost) উৎপাদন ও কীটনাশক প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও নারীনেত্রীদের অর্জন

- **'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' কার্যক্রমের প্রভাব:**
  বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে প্রতিটি ফলো-আপ প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীনেত্রীগণ চিন্তায় ও মননে অনেকখানি বদলে গেছেন। অর্জিত নতুন বিশ্বাস, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব পড়ছে তার সকল ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীনেত্রীদের একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব সুদৃঢ় করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীনেত্রীরা: বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর নারীনেত্রীগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা বিভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্ত হয়েছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো:
  ১. এখন পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২৬৩ জন, সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে ২১ জন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে ৩ জন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৬৭ জন, উপজেলা পরিষদের মহিলা সংরক্ষিত আসনে ৭১ জন (২০১৫ ও ২০১৮ সালের উপজেলা পরিষদের মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন) নির্বাচিত হয়েছেন।
  ২. ২০২৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, তিনজন নারীনেত্রী সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে পাঁচজন নারীনেত্রী সদস্য পদে জয়লাভ করেন; উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৯ এ সারাদেশে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর নারীনেত্রীদের মধ্যে চেয়ারম্যান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ৩০ জন নারীনেত্রী। তারমধ্যে একজন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে (রংপুর সদর) এবং ১১ জন নারীনেত্রী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করেন; ২০২১-২০২২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৬১ জন নারীনেত্রী সংরক্ষিত সদস্য পদে জয়লাভ করেন।
  ৩. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কমিটি, স্কুল কমিটি এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কমিটিতে প্রায় ৪ হাজার নারীনেত্রীর অভিগম্যতা তৈরি হয়েছে।

নারীনেত্রীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' কার্যক্রমে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ১৭০ জন নারীনেত্রী (২০১৩-২০২৪ সাল) জয়িতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

- **জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নারীনেত্রীদের সম্মেলন আয়োজন:** প্রতি তিন বছর পর জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়েও নারীনেত্রীদের সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ৩১ অক্টোবর ২০১৭, খুলনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'বিকশিত নারীনেত্রীদের সম্মেলন-২০১৭'।

প্রকাশনা

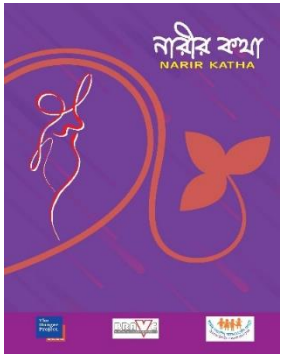

কার্যক্রমের শুরু থেকেই নারীনেত্রীদের বিভিন্ন রকম উদ্যোগ ও সামাজিক আন্দোলনের সফলতা এবং নারীনেত্রীদের জীবন সংগ্রামের কথা নিয়মিত তথ্যায়িত হয়ে আসছে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত বাৎসরিক প্রকাশনা 'নারীর কথা' বইয়ের সতেরটি সংখ্যায় (২০০৬-২০২৪ সাল) ৪০৮জন নারীনেত্রীর সফলতার গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'জাগরণের গল্পগাঁথা', দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক

প্রকাশিত 'উজ্জীবক বার্তা'য় নারীনেত্রীদের জীবন সংগ্রাম, সফলতা ও কার্যক্রমের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যরা স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁরা সদস্য ভর্তি ফি, সদস্য চাঁদা ও স্বেচ্ছায় অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে তহবিল গঠন করেন। এজন্য প্রয়োজনে দাতা সংস্থার সহায়তাও গ্রহণ করা হয়। তহবিল পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে ব্যাংক হিসাব রয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের অর্থ ব্যবস্থাপনা তারা নিজেরাই বহন করেন।

নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক তিনদিনের বুনিয়াদি কোর্স সফলভাবে সম্পন্নকারী এবং পরবর্তীতে নিয়মিত মাসিক ফলো-আপ কর্মশালা/প্রশিক্ষণে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং নেটওয়ার্কের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র মেনে চলার অঙ্গীকার করেন, তারা 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করেন। প্রাথমিক সদস্য ফি জনপ্রতি ৫০ টাকা।

ঠিকানা:

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক

২/২, ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ওয়েবসাইট: www.bikoshitonari.net

ফেসবুক: www.facebook.com/WomenLeaderNetwork